দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

10

গোলাম হায়দার টিটু

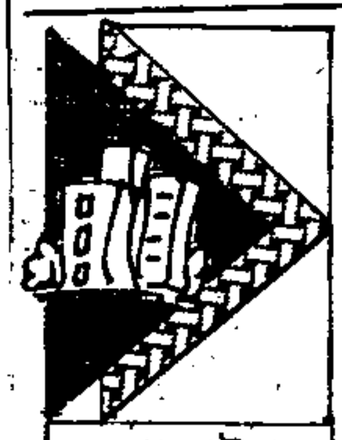

প্রোফাইল

বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ

সব মা-বাবার ইচ্ছে তার সন্তান হবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার কিংবা উকিল। কিন্তু কজনার ইচ্ছে পূরণ হয়। কঠোর অধ্যবসায়, পরীক্ষায় ভাল ফল তার পরেই না সবকিছু। প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই। জনবহুল বাংলাদেশের কয় জনেরই বা সুযোগ মেলে ডাক্তারি পড়ার। সে যাই হোক এখন কিন্তু ডাক্তারি পড়ার জন্য খুব একটা ভাবতে হয় না। সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হল না তো কি হয়েছে বেসরকারি কলেজগুলো তো রয়েছেই। এখানে প্রতিযোগিতা কম। অর্থ সংস্থান করতে পারলেই সুযোগ পাওয়া খুব একটা কঠিন নয়। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ সবচাইতে পুরানো এবং নামী কলেজ।

ইতিকথা ঃ বাংলাদেশ চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিএমএসআর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ। ১৯৮৬ সালের ২৪শে এপ্রিল থেকে এর কার্যক্রম শুরু। তারপর ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ করে। এছাড়া WHO প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ডাইরেক্টর অব মেডিক্যাল স্কুলে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের নাম তালিকাভুক্ত হয়। এখন কলেজটি রয়েছে যুক্তরাজ্যে মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদনের অপেক্ষায়।

শিক্ষা পদ্ধতি সাধারণত এমবিবিএস কোর্সের জন্য এইচএসসি পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান করা হয় মে-জুনের দিকে। একাডেমিক বছর শুরু হয় জুলাই-জুনকে লক্ষ্য করে। সকাল ৭-৩০ থেকে ৩-৩০টা পর্যন্ত চলে ক্লাস। এর মধ্যে ১০-৩০ থেকে ১১টা ও ১টা থেকে ১-৩০ পর্যন্ত বিরতি দিয়ে ক্লাস চলতে থাকে। বিকেলে ক্লিনিকেল ছাত্রদের জন্য রয়েছে ক্লিনিকেল টিচিং।

কলেজে পরিধি সংকর বাসস্ট্যান্ড ও আবাহনী মাঠের মাঝখানেই ১১০ বেডের হাসপাতাল নিয়ে অবস্থিত ৫ তলা বিল্ডিংয়ের বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ। ৪টি ক্লাসরুম ও সেমিনারসহ ব্যবহারিক রুম তো রয়েছেই। যেখানে রয়েছে সব রকমের অত্যাধুনিক সব মেডিক্যাল সরঞ্জাম। এছাড়া উত্তরা মডেল টাউনে ৫০০ বেডের হাসপাতালের কাজ এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ

সবচেয়ে মজার কথা হলো, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আড্ডা। ১৯৯০ সালে জানুয়ারির পরীক্ষায় ১ম, ৫ম এবং ৭ম স্থান অধিকার করে আমাদের ছাত্ররা। তাছাড়া প্রতিবছর ভাল রেজাল্ট করে প্রথম দশে স্থান নিয়ে নেয়া এখন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে।

১৯৮৬ সালে তৎকালীন সরকার প্রাইভেট সেক্টরে মেডিক্যাল কলেজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বাংলাদেশে মেডিক্যাল কলেজকে অনুমোদন দেয়। স্বীকৃতি পাওয়ার পর এ পর্যন্ত কার্যক্রমে যে গতি সঞ্চার করে তা সত্যিই আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসাযোগ্য।